দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR. 20 1999

পৃঃ ৪ কলাম ২

অবৈতনিক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের আবেদন

দুঃস্থ শিশু কল্যাণ সংস্থার অনুমতিক্রমে ঢাকার ৮৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থ জুরাইন দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অবৈতনিক শিক্ষা নিকেতনের কার্যক্রম ১৯৯০ সালের জুন মাসে শুরু হয়। ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং দুইশত এতিম ছেলে-মেয়ে নিয়া আলমবাগ মোজাম্মেল হক একাডেমি ভাড়া করিয়া স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হয়। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সামগ্রী, স্কুল ঘর ভাড়া, শিক্ষকদের ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় ৮৯ নম্বর ওয়ার্ডের কার্যকরী সদস্যগণের চাঁদার টাকায় বহু কষ্টে তিন বৎসরাধিককাল চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, দুঃস্থ শিশু কল্যাণ সংস্থার অত্র স্কুলের জন্য কোন প্রকার সাহায্য না দেওয়ায় '৯৩-এর নভেম্বর হইতে কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ অনেকেই চাঁদা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার বিষয়টি অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। কার্যকরী কমিটির ৪/৫ জন সদস্য ও শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্বতপ্রমাণ বোঝা মাথায় লইয়া '৯৪-এর জানুয়ারীতে মোজাম্মেল হক একাডেমী হইতে জুরাইন রেল লাইনের পার্শ্বে বস্তিতে একটি লম্বা টিনের ঘর ভাড়া করিয়া স্কুলটি স্থানান্তর করেন। এই স্কুলের জন্য সাহায্যের চাহিদা জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আবেদন জানাইলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইহার পর ৪১৭/১ জুরাইন মেডিকেল রোড শংকর মন্দিরের পার্শ্বে স্কুলের নামে কিছু ওয়াকফ জমির সন্ধান পাওয়া যায়। ওয়ার্ড কমিশনারের মাধ্যমে ৩১/১২/৯৪ তারিখে রেল লাইন হইতে স্কুলটি উক্ত ওয়াকফ জমিতে একটি লম্বা টিনের ঘরে স্থানান্তর করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়। পূর্ব জুরাইন সমাজ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় ওয়াকফ জমির উপর তিনটি টিন শেড ঘর নির্মাণ করা হয় এবং 'অবৈতনিক শিক্ষা নিকেতন' নাম পরিবর্তন করিয়া 'সর্মা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে ঐ ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা ২৫০ জন দুঃস্থ ছেলে-মেয়ের পড়ালেখা চলিতেছে। এমতাবস্থায়, অত্রবিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ লুৎফর রহমান,
সদস্য
সর্মা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
৪১৭/১, মেডিকেল রোড,
শ্যামপুর, ঢাকা।